28/৫/2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৭২ কলাম ৪

রাজধানীর পল্টন ময়দানে গতকাল শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের মহাসমাবেশে বক্তব্য রাখেন পরিষদের মহাসচিব সালেহউদ্দিন সেলিম —ভোরের কাগজ

শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবি না মেনে কেউ ক্ষমতায় থাকতে পারবে না

পল্টনে শিক্ষক-কর্মচারী লিয়াজোঁ কমিটির মহাসমাবেশে বক্তারা

কাগজ প্রতিবেদক : শিক্ষক-কর্মচারী লিয়াজোঁ কমিটির মহাসমাবেশে বর্তমান সরকারকে অভিযুক্ত করে বলা হয়েছে, এই সরকার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সুবিধা দিচ্ছে আর নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের অবজ্ঞা করছে। বক্তারা সরকারকে নির্বাচনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন। আগামী বাজেটে ৩০ শতাংশ মহার্ঘ্যভাতাসহ অন্যান্য দাবি মানা না হলে সরকারকে চরম খেসারত দিতে হবে। বক্তারা বলেন, সাধারণ শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবি না মেনে কেউ ক্ষমতায় থাকতে পারবে না।

সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ ও প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে গতকাল বুধবার পল্টন ময়দানে এই মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক-কর্মচারী লিয়াজোঁ কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

কয়েক হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে সরকারি কর্মচারীদের ৫ দফা এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের ২১ দফা দাবি আগামী বাজেট অধিবেশনের আগেই লিয়াজোঁ কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। অন্যথায় আগামী ১১, ১২ ও ১৩ জুন সকল সরকারি দপ্তরে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং ১৮ জুন সংসদ অধিবেশন চলাকালীন জাতীয় সংসদের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

মহাসমাবেশের ঘোষণাপত্রে বলা হয় কর্মসূচি চলাকালে লিয়াজোঁ কমিটির কোনো সদস্যকে গ্রেপ্তার, চাকরিচ্যুতি কিংবা নির্যাতনমূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাৎক্ষণিকভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

লিয়াজোঁ কমিটির সদস্য সচিব সালেউদ্দিন সেলিম নয়া পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের ফলে সরকারি কর্মচারীদের বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়ার নিন্দা জানান। তিনি বলেন, আসন্ন বাজেটে সরকার ২৪ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেট রেখেছে। অথচ কর্মচারীদের ৩০ শতাংশ মহার্ঘ্যভাতাসহ অন্যান্য দাবি নিয়ে কোনো আলোচনাই করছে না।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ বলেন, এই সরকার আসার পর ডলারের মূল্য দ্বিগুণ হয়েছে। অথচ সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাড়েনি। তিনি বলেন, ৩০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা প্রদান করলে সরকারের ১২শ কোটি টাকা প্রয়োজন। অন্যদিকে ১ লাখ ২৫ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীদের পদ শূন্য রয়েছে। এই শূন্য পদের বিপরীতে অর্ধেকের কম টাকায় কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক ও কর্মচারী নেতা আব্দুল মান্নান, মোঃ ফিরোজ মিয়া, রেজাউল করিম, কাজী কামাল করিম, কাজী কামাল উদ্দিন, মোঃ আব্দুল কাদের, এম এ হান্নান, শাহাদৎ হোসেন, কাজী আ. কা. ফজলুল হক, কাজী মোঃ জহিরুল হক, সাবিনা শারমিন প্রমুখ।